স্পেল মাই নেম উইথ "এস"

মার্শাল জেবাটিনস্কির নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। মনে হচ্ছে স্টোর ফ্রন্ট কাঁচ এবং দাগঅলা কাঠের পার্টিশন ভেদ করে একজোড়া চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। লক্ষ্য করছে। এ ভাবনাটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল মার্শালকে। সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না তার মতো নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট একজন নিউমেরোলজিস্ট বা সংখ্যাতত্ত্ববিদের কাছে কেন এসেছে।

নিউমেরোলজিস্ট পুরান একটা ডেস্কের পেছনে বসেছে। বোঝাই যায় বাজার থেকে কেনা সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস। লোকটার জামাকাপড়েরও একই দশা। ছোটখাট মানুষটা পিটপিট করে তাকাচ্ছে জেবাটিনস্কির দিকে। তার কালো চোখ জোড়া ঝকঝকে, উজ্জ্বল।

নিউমেরোলজিষ্ট বলল, 'আমার কাছে এর আগে কোনো পদার্থ বিজ্ঞানী আসেননি, ড. জেবাটিনস্কি।'

জেবাটিনস্কি চট করে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা কিন্তু গোপনীয়।'

হাসল নিউমেরোলজিষ্ট। বয়সের ভাঁজ আর দাগ নিয়ে কুঁচকে গেল মুখ বলল, 'আমি গোপনীয়তা রক্ষা করেই সবসময় কাজ করি।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'একটা কথা প্রথমেই খোলাসা করে নিই। আমি কিন্তু নিউমেরোলজিতে বিশ্বাস করি না। আর বিশ্বাস করতে চাইও না।'

'তা হলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'আমার স্ত্রী পাঠিয়েছে। তার এসবে অগাধ বিশ্বাস', কাঁধ ঝাঁকাল পদার্থবিদ।

'কিসের জন্যে এসেছেন? টাকা? নিরাপত্তা? দীর্ঘজীবন? নাকি অন্য কিছু?'

জেবাটিনস্কি জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। নিউমেরোলজিস্ট ধৈর্য নিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

banglainternet.com

জেবাটিনস্কি ভাবছে : কি বলব আমি ? বলব যে আমার বয়স চৌত্রিশ এবং আমি নিজের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না ? অবশেষে বলল সে, 'আমি সাফল্য চাই। চাই স্বীকৃতি।'

'ভালো চাকরি ?'

'অন্য কোনো চাকরি। ভিন্ন ধরনের কিছু। এ মুহূর্তে আমি একটা টিমের হয়ে কাজ করছি। সরকারি গবেষণায় যা হয়ে থাকে আর কি। টিম!'

'আপনি একা কাজ করতে চান ?'

'আমি টিম থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। চাই নিজের মতো করে নিজেকে গড়তে।' কথাটা বলে খুব হালকা বোধ করল জেবাটিনস্কি। বলে চলল, 'টিমের সঙ্গে কাজ করে নিজের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না আমি। কতগুলো নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টের ভিড়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছি যেন। এখন একা হয়ে যেতে চাই। আশা করি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি আপনাকে।'

নিউমেরোলজিস্ট ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনিও আশা করি বুঝতে পারবেন ড. জেবাটিনস্কি যে আমি সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারি না।

সংখ্যাতত্ত্বের উপর বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও কথাটা শুনে খুব হতাশ বোধ করল জেবাটিনস্কি। বলল, 'পারেন না ? তা হলে কিসের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন আপনি ?'

'সম্ভাবনার মধ্যে ইমপ্রুভমেন্টের। আমার কাজের প্রকৃতি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত। যেমন আপনি অণু-পরমাণু নিয়ে কাজ করেন। পরিসংখ্যানের আইন তো আপনার জানাই আছে।'

'আপনার জানা আছে ?' তেঁতো গলায় জিজ্ঞেস করল জেবাটিনস্কি।

banglainternet.com

'জানা আছে। সত্যি বলতে কি, আমি একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং কাজ করি হিসেব কষে। আমার ফি বাড়ানর জন্যে এসব কথা বলছি না। আমার ফি বেশি নয়। মাত্র পঞ্চাশ ডলার। তবে যেহেতু আপনি একজন বিজ্ঞানী কাজেই আমার অন্য ক্লায়েন্টদের চেয়ে আমার কাজের ধরনটা আপনি বেশি বুঝতে পারবেন। আর ব্যাপারটা আপনাকে ব্যাখ্যা করেও আনন্দ পাচ্ছি।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'একটা কথা বলি। কিছু মনে করবেন না। আমাকে অক্ষরের সংখ্যাগত মূল্যের কথা বা তাদের রহস্যময় গুরুত্ব বা এধরনের কিছু বলে লাভ হবে না। আমি এসব বুঝব না। তারচে আসল কথায় চলে

আসুন—'

'আমি নিউমেরোলজিস্টের সাইনবোর্ড টাঙিয়েছি যাতে পুলিশ বিরক্ত না করে।' বলল ছোটখাট লোকটি। 'যদিও নিজেকে অঙ্কশাস্ত্রবিদ বলে পরিচয় দিতেই ভালোবাসি,' হাসল জেবাটিনস্কি।

নিউমেরোলজিস্ট বলল, 'আমি কম্পিউটার তৈরি করি। পড়াশোনা করি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে।'

'কি!'

'শুনে অবাক হচ্ছেন ? পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাটা কম্পিউটারে ঢোকালে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে সক্ষম কম্পিউটার।'

'আপনি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারবেন ?'

.'কাছাকাছি হয়তো যেতে পারব। তবে কাজটা করতে হলে আপনার নামের বানান বদলাতে হবে আমাকে। ডাটা পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তিত ওটা ঢোকাব অপারেশন প্রোগ্রামে।'

'কিন্তু আমার নাম বদলাতে চাইছেন কেন ?'

'এই একটি পরিবর্তনই আমার দ্বারা করা সম্ভব। নানা কারণে মানুষের নাম পরিবর্তন করে থাকি আমি। প্রথম কারণ হল, এটা একটি সাধারণ পরিবর্তন। আমি যদি অন্য কিছু অনেক বেশি পরিবর্তন করতে যাই তা হলে প্রচুর নতুন রাশি পেয়ে যান যার ব্যাখ্যা হয়তো আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় কারণ হল, এটা হল রিজনাব্‌ল্ চেঞ্জ। আমি আপনার উচ্চতা, চোখের রঙ বা মেজাজের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারব না। তৃতীয়ত, এটাকে আমি বলব সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ। নাম মানুষের কাছে অনেক অর্থ বহন করে। আর চতুর্থ বা সর্বশেষ কারণ হল—এটা একটা কমন চেঞ্জ। যা প্রতিদিনই অসংখ্য লোক করে আসছে।'

জেবাটিনস্কি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যদি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে না পান ?'

'এ ঝুঁকিটা আপনার। তবে বর্তমানের চেয়ে খারাপ ভবিষ্যৎ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

জেবাটিনস্কি অস্বস্তি নিয়ে তাকাল ছোটখাট মানুষটির দিকে।

'আমার এ সব বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে নিউমেরোলজির প্রতি বিশ্বাস আসতেও পারে।'

banglainternet.com

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিউমেরোলজিস্ট। 'ভেবেছিলাম সত্য কথাটি বললে স্বস্তিবোধ করবেন। আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাই। আর সে সুযোগও আছে।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'আপনি যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পান—'

'তা হলে আমি পৃথিবীর সবচে ধনী মানুষটি হলাম না কেন, তাই তো? তবে আমি যা পেয়েছি তা নিয়েই সন্তুষ্ট। আমার চলার মতো অল্প টাকার দরকার। আর সেটা আপনার মতো ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে আমি পেয়ে থাকি। আমি লোকজনকে সাহায্য করতে ভালোবাসি। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো এটাই ব্যাখ্যা দেবেন আমার শক্তি এবং অহংকার বলে। যাকগে— আপনি কি এবার আমায় সাহায্য করবেন?'

'কত দিতে হবে যেন বললেন?'

'পঞ্চাশ ডলার। আপনার সম্পর্কে বায়োগ্রাফিকাল সমস্ত তথ্য দরকার হবে আমার। এ বিষয়ে একটা ফর্ম পাঠিয়ে দেব ডাক যোগে। ওটা পেয়ে যাবেন এক হপ্তার মধ্যে। আর আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন—(নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল লোকটা) আগামী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে।'

'পাঁচ হপ্তা? এত দেরি?'

'আমার আরো অনেক কাজ আছে, বন্ধু। অন্য ক্লায়েন্ট আছে। ভুয়া হলে কাজটা আরো আগে করে দেয়ার কথা বলতাম। যাকগে, আপনি রাজি তো?'

ওঠে দাঁড়াল জেবাটিনস্কি। 'রাজি—তবে মনে রাখবেন ব্যাপারটা। গোপনীয়।'

banglainternet.com

'অবশ্যই। আপনি আপনার সমস্ত তথ্য ফেরত পেয়ে যাবেন আমার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে। কথা দিচ্ছি, আপনার তথ্য উপাত্ত নিয়ে ভবিষ্যতে অন্য কোনো কাজে লাগাব না।'

নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট দোর গোড়ায় থমকে দাঁড়াল। 'আপনি যে নিউমেরোলজিস্ট নন এ কথা আমি ফাঁস করে দিতে পারি। সে ভয় পাচ্ছেন না?

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, বন্ধু। আপনি আমার কাছে এসেছেন তাই হয়তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

পরের মাসের ২০ তারিখ নিউমেরোলজিস্টের অফিসে হাজির হয়ে গেল

জেবাটিনস্কি। একবার ভেবেছে আসবে না। কিন্তু কি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ঠিকই চলে এসেছে। বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল বুড়ো নিউমেরোলজিস্ট।

'বলুন ?—আঃ, ওঃ জেবাটিনস্কি।'

'মনে আছে আমাকে ?' হাসার চেষ্টা করল জেবাটিনস্কি।

'জ্বী, মনে আছে।'

'ভবিষ্যৎ বাণীর কি হল ?'

নিউমেরোলজিস্ট বুকে হাত বাঁধল, 'সে কথা বলবার আগে স্যার, ছোট্ট একটা ব্যাপার—'

'ফি দিতে হবে ?'

'আমি আপনার কাজটা করেছি, স্যার কাজেই পাওনাতো হয়েছেই।'

জেবাটিনস্কি পাঁচটা দশ ডলারের নোট এগিয়ে দিল বুড়োর দিকে। সে টাকাটা গুণে তার ডেস্কের ক্যাশ ড্রয়ারে রাখল। বলল, 'আপনার কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি আপনাকে পরামর্শ দেব নাম বদলে সেবাটিনস্কি করে ফেলুন।'

'সেবা—বানানটা কি রকম।'

'এস-এ-বি-এ-টি-আই-এন-এস-কে-ওয়াই।'

বেজার দেখাল জেবাটিনস্কিকে। 'আপনি আমার নামের প্রথম অক্ষরটা বদলে ফেলতে চাইছেন ? জেড-এর জায়গায় এস দিতে বললেন ? এতেই চলবে ?'

'চলবে।'

'কিন্তু নাম পরিবর্তনে কি লাভ হবে ?'

banglainternet.com

'আগেই বলেছি, আমি এ ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারব না। আর নাম পরিবর্তন করা না করা আপনার ইচ্ছা। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেমন আছে তেমনই থাকবে। তবে আপনার ফি কিন্তু ফেরত দিতে পারব না।'

জেবাটিনস্কি বলল, 'কিন্তু আমার কি কাজ ? সবাইকে বলে দেব যে এখন থেকে আমার নামের বানান "এস" দিয়ে করতে ?'

'এ নিয়ে কোনো আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপনার নামটা বৈধভাবে পরিবর্তন কারেন। এ ব্যাপারে উনি আপনাকে ছোটাখাট কিছু পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'তা আমি কি করে বলব ? হয়তো কাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইমপ্রুভমেন্ট। হয়তো কোনোদিনই হবে না।'

'কিন্তু আপনি তো ভবিষ্যৎ দেখেছেন। দাবি করছেন দেখেছেন।'

'ক্রিস্টালবলের মতো নয়। না, ড. জেবাটিনস্কি। আমি আমার কম্পিউটার থেকে কোড করা কিছু ফিগার পেয়েছি। আমি সম্ভাবনার কথা বলতে পারি। তবে কোনো ছবি দেখিনি।'

জেবাটিনস্কি চলে এল ওখান থেকে। এখন মনে হচ্ছে পঞ্চাশটা ডলারই গচ্চা গেল। স্রেফ একটা নাম সেবাটিনস্কির জন্যে! ঈশ্বর, কি নামরে বাবা। জেবাটিনস্কির চেয়েও খারাপ।'

আইনজীবীর কাছে যাবে কি যাবে না তা নিয়ে দ্বিধাদন্দ্বে ভুগতে ভুগতে একমাস কেটে গেল। তারপর লইয়ারের কাছে গেল জেবাটিনস্কি।

আইনজীবী জানালেন জেবাটিনস্কি ইচ্ছে করলেই আবার আগের নামে ফিরে যেতে পারবে।

ঠিক আছে। তবে নামটা পরিবর্তন করে দেখিই না, ভাবল জেবাটিনিস্কি। এবং তাই করল সে।

হেনরী ব্রান্ড ফোল্ডারের পৃষ্ঠা একের পর এক উল্টে যাচ্ছে, সিকিউরিটিতে চৌদ্দ বছর ধরে কাজ করার অভ্যস্ত চোখে দেখছে ওটা। প্রতিটি শব্দ পাড়ার দরকার নেই। অদ্ভুত কোনো শব্দ ফোল্ডারে থাকলে তা ওর চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না।

সে বলল, 'লোকটাকে তো আমার নির্ভেজাল মনে হচ্ছে।' হেনরী ব্রান্ডও নির্ভেজাল মানুষ। লেফটেন্যান্ট আলবার্ট কুইন্সি, যে নিয়ে এসেছে ফোল্ডারটা, সে-বয়সে তরুণ, হ্যান ফোর্ড স্টেশনের সিকিউরিটি অফিসার। সে বলল, 'কিন্তু সেবাটিনস্কি কেন ?'

'কেন নয় ?'

'কারণ এর কোনো মানে দাঁড়ায় না। জেবাটিনস্কি একটি বিদেশী নাম। কিন্তু নামটা পরিবর্তন করলে আমি অ্যাংলো-স্যাক্সন কোনো নাম নিতাম। কিন্তু জেবাটিনিস্কি সেবাটিনিস্কি হবে কেন ? এর কারণ খুঁজে বের করা উচিত।'

'কেউ তাকে সরাসরি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে ?'

'অবশ্যই করেছে। আমিই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি। সে এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলেনি। শুধু বলেছে "জেড" অক্ষরটা কেন। "এস"-এ পরিবর্তন করা হল এ নিয়ে লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সে বেজায় ক্লান্ত।'

'তাই হওয়াই স্বাভাবিক। নয় কি লেফটেন্যান্ট ?'

'হয়তো তাই। কিন্তু নাম বদলে সে স্যান্ডস বা স্মিথ রাখল না কেন যদি তার নাম বদলাতে "এস"-এর দরকারই হয়ে পড়ে ? আর "জেড" নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকলে পুরো নামটাই বদলে ফেলতে পারত। যেমন "এ" দিয়ে— অ্যারন।'

'তবে লোকটার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি,' বিড়বিড় করল ব্রান্ড। 'একজন তার নাম যেভাবে ইচ্ছা বদলাতে পারে। এ কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব নয়।'

লেফটেন্যান্ট কুইন্সিকে অসন্তুষ্ট দেখাল। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যার, লোকটা রাশান।'

ব্রান্ড বলল, 'না। সে থার্ড-জেনারেশন আমেরিকান।'

'মানে ওর নামটা রাশান।'

বিরক্তির চিহ্ন ফুটল ব্রান্ডের চেহারায়, 'আবার ভুল করছ তুমি। ওটা পোলিশ নাম।'

দু'হাত মেলে ধরে লেফটেন্যান্ট অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল, 'ওই একই হল।'

ব্রান্ডের মা'র কুমারী নাম ছিল উইসতিউস্কি— সে বাধা দিল। 'অমন কথা কোনো পোলকে বলতে যেয়োনা, লেফটেন্যান্ট। কিংবা কোনো রাশানকে।'

'আমি আসলে বলতে চাইছি, স্যার,' লালচে হয়ে উঠেছে লেফটেন্যান্টের চেহারা। 'রাশান এবং ডেনিশ সকলেই যবনিকার ওপাশের লোক।'

'সে আমরা জানি।'

'আর জেবাটিনস্কি বা সেবাটিনস্কি, যে নামেই ওকে ডাকুন, তার আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে ওধারে।'

banglainternet.com

'বললাম তো সে থার্ড-জেনারেশন। তার সেকেন্ড কাজিন কেউ থাকতেও পারে। তাতে কি হল?'

'তাতে কিছু হয়েছে বলছি না। অনেকেরই নানা আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে ও দেশে। কিন্তু জেবাটিনস্কি তার নাম বদলে ফেলেছে।'

'বলে যাও।'

'হয়তো সে মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণের চেষ্টা করছে। হয়তো ওধারে জেবাটিনস্কির কোনো আত্মীয় খুব বিখ্যাত হয়ে উঠতে চলেছে। আর আমাদের জেবাটিনস্কি ভয় পাচ্ছে ভেবে এই আত্মীয়তা তার নিজের অগ্রগতির জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'এতে নাম পরিবর্তন করে কোনো ফায়দা হবে না। সে সেকেন্ড কাজিনই থাকবে তাছাড়া, তুমি ওপাশে আর কোনো জেবাটিনস্কি থাকে বলে শুনেছ?'

'তা শুনিনি, স্যার।'

'তা হলে সে খুব বিখ্যাত কেউ হতে পারে না। আমাদের জেবাটিনস্কি তার কথা জানবে কি করে?'

'নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে সে। আর এটাই বিশেষভাবে সন্দেহজনক। কারণ জেবাটিনস্কি একজন পরমাণু পদার্থবিজ্ঞানী।'

ব্রান্ড আবার চোখ বোলাতে লাগল ফোল্ডারে। বলল, 'বিষয়টি খুবই নগণ্য। এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে কি?'

'তা হলে আপনি আমাকে বোঝান, স্যার, সে কেন এভাবে তার নাম পাল্টে ফেলবে?'

banglainternet.com

'এটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, লেফটেন্যান্ট।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা উচিত। ওপারে জেবাটিনস্কি নামে কেউ আছে কিনা জানতে হবে। তারপর দেখব এ দুটি নামের জন্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা।' লেফটেন্যান্টের কণ্ঠ হঠাৎ নেমে এল, যেন নতুন কোনো আইডিয়া এসেছে মাথায়। 'সে নাম বদলাতে পারে ওদের কাছ থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে; মানে ওদের প্রটেক্ট জন্যে।'

'বরং উল্টোটাই সে করছে বলে আমার ধারণা।'

'তবে প্রটেকশন দেয়াটাই তার উদ্দেশ্য হওয়া বিচিত্র নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রান্ড। 'ঠিক আছে। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখব আমরা। তবে বিশেষ কিছু না পেলে এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না, লেফটেন্যান্ট। আর ফোল্ডারটা দিয়ে যাও। ওটা থাকুক আমার কাছে।'

তথ্যগুলো যখন পৌঁছাল ব্রান্ডের কাছে ততদিনে তো লেফটেন্যান্টের থিওরীর কথা ভুলে গেছে। তবে সতেরো জন রাশান এবং পোলিশ নাগরিকদের সকলের নাম জেবাটিনস্কি দেখে ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল তার। মানে কি এর ? ভাবল সে। তারপর পড়া শুরু করল।

শুরুটা হয়েছে আমেরিকার দিক থেকে। মার্শাল জেবাটিনস্কি (ফিঙ্গার প্রিন্ট)-এর জন্ম নিউইয়র্কের বাফেলোতে (হাসপাতালের ডেটও দেয়া আছে)। তার বাবারও জন্ম বাফেলোতে, মা-ও নিউইয়র্কের। তার দাদু-দিদিমা দু'জনেই জন্মগ্রহণ করেছেন পোল্যান্ডের বিয়ালিস্টকে। (আমেরিকায় তাদের প্রবেশের দিন তারিখ, নাগরিকত্বগ্রহণের তারিখ, ছবি সবই আছে।)

সতেরো জন রাশান এবং পোলিশ নাগরিক, যাদের প্রত্যেকের নাম জেবাটিনস্কি, এরা অর্ধশতাব্দী আগে যারা বিয়ালিস্টকে বাস করত, তাদের বংশধর। তবে এদের বিস্তারিত বর্ণনা পড়ার আগ্রহ বোধ করল না ব্রান্ড। একটি নামের ওপর তার নজর আটকে গেল। এ নামটিকে সে আলাদা করে ফেলল চিহ্ন দিয়ে। তারপর ওই নামটি ছাড়া বাকি সবার নাম ও তথ্য খামে ভরে ফেলল।

বিশেষ নামটির দিকে তাকিয়ে রইল ব্রান্ড। ভাবছে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ফোন করল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ড. পল ক্রিসেন্টকে। তাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলল।

banglainternet.com

মুখ পাথর করে গল্পটা শুনলেন ড. ক্রিস্টো। মাঝে মাঝে কন্দের মতো মোটা নাকটা চুলকালেন আঙুল দিয়ে, অদৃশ্য ধুলো ঝাড়লেন। তাঁর চুলের রঙ মরিচা-ধূসর , ঘন, ছোট করে ছাঁটা।

তিনি বললেন, 'না, আমি জেবাটিনস্কি নামে কোনো রাশানের নাম শুনিনি। আমেরিকানেরও না।'

ব্রান্ড বলল, 'এর মধ্যে বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে

ব্যাপারটা এত শীঘ্রি বাদ দিতেও চাইছি না। এক তরুণ লেফটেন্যান্ট ব্যাপারটি নিয়ে লেগেই আছে আমার পেছনে। আর আমি এমন কিছু করতে চাই না যার কারণে এটা নিয়ে তাকে সংসদীয় কমিটিতে যেতে হয়। আর ঘটনাটা ঘটছে মিখাইল আন্দ্রেভিচ জেবাটিনস্কি নামে এক নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টকে নিয়ে। আপনি নিশ্চিত এর নাম কখন শোনেননি ?'

'মিখাইল আন্দ্রেভিচ জেবাটিনস্কি ? না-না। এ নাম কখনো শুনিনি।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে। তবে এ নিয়ে বড় রকমের কিছু একটা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। এক জেবাটিনস্কি এখানে, আরেকজন ওখানে। দু'জনেই নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, আর এখানকার জেবাটিনস্কি হঠাৎ করেই তার নাম বদলে রেখেছে সেবাটিনস্কি। আর সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছে "আমার নামের বানান করুন 'এস' দিয়ে।" আর এ নিয়ে সন্দেহ জেগেছে আমার গোয়েন্দা-সচেতন লেফটেন্যান্টের মনে। আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা হল রাশান জেবাটিনস্কি বছর খানেক আগে হঠাৎ নেই হয়ে গেছে।'

অবিচল ভঙ্গিতে ড. ক্রিস্টো বললেন, 'মেরে ফেলা হয়েছে!'

'হতে পারে। তবে প্রশ্ন হল হঠাৎ করেই একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট অদৃশ্য হয়ে যাবে কেন ?'

'আপনি ওটার বায়োগ্রাফি আমাকে দিন,' ড. ক্রিস্টোর কাগজের টুকরোটা নিয়ে বার দুই চোখ বোলালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'এটা নিউক্লিয়ার অ্যাবস্ট্রাক্টে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

ড. ক্রিস্টোর স্ট্যাডি রুমের এক দিকের দেয়াল বোঝাই ছোট ছোট বাক্স। তার মধ্যে মাইক্রোফিল্ম ভর্তি। ওই দেয়াল আসলে একটা পর্দা। ওটাই নিউক্লিয়ার অ্যাবস্ট্রাক্ট।

ড. ক্রিস্টো প্রজেক্টার চালিয়ে দিলেন। তাঁর কাজ ধৈর্য ধরে দেখছে ব্রান্ড।

কিছুক্ষণ পরে ড. ক্রিস্টো বললেন, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

ব্রান্ড জিজ্ঞেস করল, 'কি অদ্ভুত ?'

ড. ক্রিস্টো বললেন, 'এক্ষুণি এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছি না। আপনি কি অন্য নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টদের একটা লিস্ট দিতে পারবেন যারা গত বছর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন ?'

banglainternet.com

'আপনি কিছু দেখতে পেয়েছেন ?'

'এই লোকের ওপর আমার সন্দেহ জোরদার হচ্ছে। মনে হচ্ছে লোকটা ামা-রে রিফ্লেকশনের সাফল্যের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'এর অর্থ ?'

'গামারে-র বিরুদ্ধে রিফ্লেক্টর শিল্ড বিভাজন করা গেলে, ইন্ডিভিজ্যুয়াল শল্টারগুলো ফল-আউটের বিরুদ্ধে প্রটেকশন গড়ে তুলতে পারবে। এই ফল-আউটটা বিপজ্জনক, জানেন বোধ হয়। হাইড্রোজেন বোমা একটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে। তবে ফল-আউট হাজার হাজার মাইল জুড়ে সমস্ত মানুষকে আস্তে আস্তে মেরে ফেলতে সক্ষম।'

ব্রান্ড চট করে জানতে চাইল, 'আমরা এ নিয়ে কোনো কাজ করছি ?'

'না।'

'ওরা যদি এ কাজে সফল হতে পারে আর আমরা এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকি তা হলে ওরা আমেরিকাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারবে। বিশেষ করে তাদের শেল্টার প্রোগ্রাম শেষ হবার পরে।'

'সেটা ভবিষ্যতের কথা। এতে তাড়াহুড়োর কি আছে ? এ সব নিয়ে কথা হচ্ছে স্রেফ একজন মানুষ তার নামের প্রথম অক্ষরটা বদলে ফেলেছে বলেই তো!'

'ঠিক আছে। স্বীকার করছি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে,' বলল ব্রান্ড। 'তবে এখানেই ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে চাইছি না আমি। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীদের তালিকা যেভাবেই হোক আপনাকে জোগাড় করে দেব। প্রয়োজন মস্কো যাব, তবু।'

banglainternet.com

তালিকাটি পেয়ে গেল ব্রান্ড। তালিকা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। কমিশনে মিটিং ডাকা হল। জাতির সেরা সব মাথা সেই মিটিং-এ থাকলেন। এমন কি আমেরিকান প্রেসিডেন্টও। শেষে সিদ্ধান্ত হল আমেরিকানরাও ফিল্ড রিসার্চ শুরু করবে। তবে আমেরিকান জেবাটিনস্কি ওরফে সেবাটিনস্কিকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হল। ড. ক্রিস্টো বললেন, 'আমি সেবাটিনস্কির কাজ দেখেছি। সে লোক ভালো। তবে নিজের কর্মক্ষেত্র নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায় না সে।'

'তা হলে ?' জানতে চাইল ব্রান্ড।

'লোকটা অ্যাকাডেমিক জব-এর জন্যে উপযোগী। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ব্যবস্থা করতে পারলে সে খুশি হবে বলে আমার ধারণা। এতে কাছ থেকে ওর ওপর চোখ রাখাও যাবে। কি বলেন।'

মাথা ঝাঁকাল ব্রান্ড সায় দেয়ার ভঙ্গিতে। 'ব্যাপারটা নিয়ে চিফের সাথে কথা বলব আমি।'

দু'জনে লিফটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ব্রাণ্ড ভাবল, একটা নামের অক্ষর পরিবর্তন নিয়ে কত কিইনা ঘটে গেল।

পরিবর্তন ঘটল মার্শাল জেবাটিনস্কির জীবনেও। সে প্রিন্সটনের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেয়ে গেল। সেবাটিনস্কির স্ত্রী সোফি বলল, 'নামটা বদলে ফেলে ভালোই করেছ। নাম পরিবর্তনের কারণেই তোমার ক্যারিয়ারের সমৃদ্ধি ঘটেছে।'

স্ত্রীকে সায় দিল সেবাটিনস্কি। তবে নামের আগে "জেড"-এর বদলে "এস" লাগানর কারণে তাকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ওসব নিয়ে এখন আর ভাবিত নয় সেবাটিনস্কি। সে ভেবেছে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির লোকজন তাকে জেরা করছে। অবশ্য পেছনের ঘটনা তার জানার কথা নয়। জানে না নাম পরিবর্তনের কারণে কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

বুড়ো নিউমেরোলজিস্টকে ধন্যবাদ জানাতে খুশি মনে তার অফিসে গেল সেবাটিনস্কি। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বুড়ো নেই। যেখানে "নিউমেরোলজিস্ট" সাইনটি ঝুলত এখন সেখানে "ঘর ভাড়া দেয়া হইবে" সাইনবোর্ড ঝুলছে।

banglainternet.com

অনুবাদ ঃ অনীশ দাস অপু